কানযুল ইরফান

ফী

তারজামাতিল কুরআন



মাআ হাশিয়াতি ইফহামিল কুরআন

লেখক: শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর আবু সালেহ
মুফতী মুহাম্মদ কাসিম কাদেরী আত্তারী (مدّ ظلّه العالی)

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾

১৪৮. আল্লাহ মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না[১] তবে মজলুমের (বিষয়) ব্যতীত[২] আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾

১৪৯. যদি তোমরা কোনো সৎকর্ম প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে করো অথবা কারো দোষ ক্ষমা করো, তবে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, ক্ষমতাবান।[৩]

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١٥٠﴾

১৫০. আর ওই সব লোক, যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলগণকে অমান্য করে, আল্লাহ ও তার রাসূলগণের মাঝে তারতম্য করতে চায় এবং বলে, আমরা কতেকের উপর ঈমান আনি এবং কতেককে অস্বীকার করি, আর তারা ঈমান ও কুফরীর মাঝে অন্য পথ বের করতে চায়।[৪]

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٥١﴾

১৫১. এরাই হচ্ছে প্রকৃত কাফের[৫] এবং আমি কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

টীকা:

১ মন্দ বিষয় প্রকাশ করার অর্ন্তভুক্ত হচ্ছে- মানুষের গোপন বিষয় প্রকাশ করা, গীবত করা, চোগলখুরি করা, গালি দেওয়া ইত্যাদি।

২ এখানে মজলুমকে জুলুমের বিষয় প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এতে বোঝা গেলো যে, মজলুম বিচারকের সামনে জালেমের অপকর্ম বর্ণনা করতে পারবে আর তা নাজায়েয গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩ জালেমের কাছে প্রতিশোধ নেওয়া যদিওবা জায়েয, কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার সামর্থ্য থাকা সত্বেও জুলুমে ধৈর্যধারণ করা, তাকে ক্ষমা করা উত্তম আর তা সাওয়াব ও প্রতিদান পাওয়ার মাধ্যম।

৪ কুফরী ও ঈমান- এই দুইয়ের মাঝে কোনো একটা দ্বীন অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, এই দুইয়ের মাঝে এমন কোনো ধর্ম নেই যা কুফরীও নয়, ইসলামও নয়।

৫ কেবল কতিপয় রাসূলের প্রতি ঈমান আনা কুফরী থেকে বাঁচাতে পারে না বরং সবার প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক। আন্যদিকে একজন নবীকেও অস্বীকার করা মূলত সকল নবীকে অস্বীকার করার নামান্তর।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ
يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ
سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَكَانَ
اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٥٢﴾

১৫২. এবং ওই সব লোক, যারা আল্লাহ্ ও তার সকল রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছে আর তাদের মধ্যে কারো (মাঝে ঈমান আনার ক্ষেত্রে) পার্থক্য করে না। শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের প্রতিদান দেবেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ
عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا
مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا
اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ
بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ
بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ
ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٥٣﴾

১৫৩. (হে হাবীব!) আহলে কিতাব তোমার কাছে আবেদন করে যেন তুমি আসমান থেকে তাদের উপর একটি কিতাব নাযিল করো। তারা তো মূসার কাছে এর চেয়েও বড় কিছুর আবেদন করেছিলো, যখন তারা বলেছিলো, (হে মূসা!) আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্কে দেখাও।[১] কাজেই তাদের জুলুমের কারণে বজ্রপাত তাদেরকে পেয়ে বসলো। অতঃপর তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনাদি আসার পরেও তারা গোবৎসকে (মাবুদরূপে) গ্রহণ করলো। পরে আমি তা ক্ষমা করেছি; এবং আমি মূসাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছি।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَ
قُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا

১৫৪. অতঃপর, আমি তাদের কাছে অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য তাদের উপর তূর পাহাড় উত্তোলন করেছি এবং তাদের বলেছি,

টীকা:

১ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام'র নিকট আল্লাহর দর্শন লাভের দাবি মদীনা শরীফের ইহুদিরা নয় বরং তাদের পূর্বপুরুষরা করেছিলো। এখানে এই দাবিকে তাদের দিকে এজন্যই সম্পৃক্ত করা হয়েছে যে, তারা তাদের পূর্বপুরুষদর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে ।

لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٤﴾

দরজায় সিজদারত অবস্থায় প্রবেশ করো[১] এবং তাদের বলেছি, শনিবারে সীমালঙ্ঘন করো না। আর আমি তাদের কাছে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছি।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥٥﴾

১৫৫. সুতরাং, (আমি তাদের উপর অভিসম্পাৎ করেছি) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আল্লাহ্‌র আয়াত অস্বীকার করা, নবীগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করা এবং তাদের এই কথা বলার কারণেও (যে,) আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত বরং আল্লাহ্‌ তাদের কুফরীর কারণে তাদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন। সুতরাং, (তাদের মধ্য হতে) অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনে।

وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿١٥٦﴾

১৫৬. আর (তাদের উপর অভিসম্পাৎ করেছি) তাদের কুফরী আর মারইয়ামের প্রতি মারাত্মক অপবাদ আরোপের জন্য।[২]

وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ

১৫৭. আর তাদের এ কথা বলার কারণে যে, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল, মসীহ্‌ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে শহীদ করেছি, অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে শূলেও চড়ায়নি। বরং ওই (ইহুদিদের)

টীকা:

১ সিজদারত অবস্থায় প্রবেশের অর্থ হলো মাথা নত করে আদবের সাথে প্রবেশ করা অথবা এর দ্বারা দরজার সামনে নফল নামায আদায় করে প্রবেশ করাকে বোঝানো হয়েছে।

২ এতে বোঝা গেলো যে, কোনো সতী নারীর উপর অপবাদ দেওয়া খুবই জঘন্য গুনাহ আর বিশেষত কোনো পবিত্র নারী অথবা পবিত্র সম্পর্কের অধিকারী নারীর উপর অপবাদ দেওয়া আরো বেশি জঘন্য। এ জন্য হযরত আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا'র প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের অধিকহারে নিন্দা করা হয়েছে।

الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۙ﴿۱۵۷﴾

জন্য (একজন মানুষকে ঈসার) সদৃশ করা হয়েছিলো। এবং নিঃসন্দেহে এসব (ইহুদি), যারা এই ঈসা সম্পর্কে মতভেদ করছে নিশ্চয়ই তারা তার ব্যাপারে সন্দেহে পড়ে আছে। (বস্তুত) ধারণার অনুসরণ ছাড়া তাদের এ সম্পর্কে কোনো খবরই নেই। আর নিঃসন্দেহে তারা তাকে হত্যা করেনি।

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۵۸﴾

১৫৮.বরং আল্লাহ্ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১]

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۚ﴿۱۵۹﴾

১৫৯. এবং আহলে কিতাবের এমন কেউ নেই যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবে না;[২] এবং কিয়ামত দিবসে সে (ঈসা) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا

১৬০. সুতরাং ইহুদিদের অধিক জুলুমের কারণে এবং তাদের অনেক লোককে

টীকা:

১ ইহুদিরা দাবি করতো তারা হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে হত্যা করা হয়েছে আর খ্রিস্টানরা এ দাবির সত্যায়ন করতো- আল্লাহ পাক উভয়ের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তদুপরি, এখানে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে হত্যা করা ও তাকে শূলে চড়ানোর দাবিও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সুতরাং কাদিয়ানীদের এই আকিদা অর্থাৎ শূলে চড়ানোর সময় হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু মারা যাননি- এই আয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত আকিদা।

২ এই আয়াতের একটি অর্থ হলো, কিয়ামতের সন্নিকটে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام'র ওফাতের পূর্বে ইহুদি আর খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র প্রতি সঠিকভাবে ঈমান আনবে। অন্য অর্থ হলো, প্রত্যেক আহলে কিতাব তার মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ পাক অথবা নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর ঈমান আনবে, কিন্তু মৃত্যুর সময় ঈমান আনা গ্রহণযোগ্য ও উপকারী নয়।

عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾

আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার কারণে আমি তাদের জন্য কিছু পবিত্র বস্তু হারাম করেছিলাম, যা তাদের জন্য হালাল ছিলো।

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

১৬১. আর এ কারণে (হারাম করেছি) যে, তারা সুদ নিতো অথচ তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছিলো এবং তারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাস করতো, আর তাদের মধ্যকার কাফেরদের জন্য আমি বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾ ع ٢٢ ١٠ ٢

১৬২.কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক[১] ও ঈমানদার তারা সবাই এমন বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে যা- হে হাবীব! তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল হয়েছিলো। এ ধরনের নামায কায়েমকারী, যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী লোকদেরকে আমি অচিরেই মহা পুরুষ্কার দান করবো।

টীকা:

১ পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী সেই জ্ঞানীকে বলে যার জ্ঞান তার অন্তরে সেভাবে গেঁথে যায় যেভাবে শক্ত গাছের শেকড় মাটিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে । এর মাধ্যমে বিশুদ্ধ আকিদা ও আমলসম্পন্ন আলেমদের বোঝানো হয়েছে। এতে বোঝা গেলো- আমলদার আলেমের সাওয়াব অন্যদের তুলনায় বেশি, কেননা আমলদার আলেম নিজে নেককার হয় আর অন্যকেও নেককার বানায়। আলেমের আমল যেন নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র সুন্নাতের নমুনা ও তার প্রতিটি আচরণ যেন দ্বীনের দিকে আহ্বানকারী হয়। এতে এই ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, বেদ্বীন ও আমলহীন আলেমের আযাব তুলনামূলক বেশি হবে কেননা সে নিজেও পথভ্রষ্ট, অন্যকে পথভ্রষ্ট করে আর তার আমলহীনতা অন্যকেও আমলহীন বানায়।

اِنَّاۤ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ كَمَاۤ اَوۡحَيۡنَاۤ
اِلٰى نُوۡحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ‌ۚ وَ
اَوۡحَيۡنَاۤ اِلٰۤى اِبۡرٰهِيۡمَ وَاِسۡمٰعِيۡلَ وَ
اِسۡحٰقَ وَيَعۡقُوۡبَ وَالۡاَسۡبَاطِ وَعِيۡسٰى
وَاَيُّوۡبَ وَيُوۡنُسَ وَهٰرُوۡنَ وَ
سُلَيۡمٰنَ‌ۚ وَاٰتَيۡنَا دَاوٗدَ زَبُوۡرًا ﴿۱۶۳﴾

১৬৩. নিঃসন্দেহে, হে হাবীব! আমি তোমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি, যেমনিভাবে নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। আর আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের পুত্রগণ; আর ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারুন এবং সুলাইমানের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি আর দাউদকে যাবূর দান করেছি।[১]

وَرُسُلًا قَدۡ قَصَصۡنٰهُمۡ عَلَيۡكَ مِنۡ
قَبۡلُ وَرُسُلًا لَّمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَلَيۡكَ‌ؕ
وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوۡسٰى تَكۡلِيۡمًا ﴿۱۶۴﴾

১৬৪. আর (আমি প্রেরণ করেছি) এমন অনেক রাসূলকে যাদের আলোচনা আমি তোমার নিকট পূর্বে করেছি এবং এমন অনেক রাসূলগণ আছেন যাদের আলোচনা তোমার নিকট করিনি। আর আল্লাহ্ মূসার সাথে সত্যিকার অর্থে কথা বলেছেন।[২]

رُسُلًا مُّبَشِّرِيۡنَ وَمُنۡذِرِيۡنَ لِئَلَّا
يَكُوۡنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعۡدَ
الرُّسُلِ‌ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيۡزًا حَكِيۡمًا ﴿۱۶۵﴾

১৬৫. (আমি) রাসূলগণকে (প্রেরণ করেছি) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে রাসূলদের (প্রেরণের) পর আল্লাহ্‌র নিকট মানুষের কোনো অভিযোগের (অবকাশ) না থাকে এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

টীকা:

১ ইহুদি আর খ্রিস্টানরা বলতো যে, যদি তাদের জন্য আসমান হতে একবারেই সমপূর্ণ কিতাব নাযিল হয় তবে তারা রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র প্রতি ঈমান আনবে। তার প্রেক্ষিতে এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কত নবীকে ইহুদি আর খ্রিস্টানরা মান্য করে অথচ তাদের উপর কোনো আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। অতএব যদি তাদের নবুওয়াত মানতে আহলে কিতাবদের কোনো আপত্তি না থাকে, তবে ইমামুল আম্বিয়া, সায়্যিদুল মুরসালীন صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র নবুওয়াত মানতে তাদের কীসের আপত্তি থাকত পারে?

২ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বনী ইসরাঈলের নবীগণের মধ্যে খুব উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, তাই তার আলোচনা আলাদাভাবে করা হয়েছে। এতে এও জানা গেলো যে,আল্লাহ পাক কতিপয় নবীগণ عَلَيْهِ السَّلَامকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। একজন নবীর কোনো বিশেষ গুণ অন্য নবীর মাঝে অন্বেষণ করা ঠিক নয়। যেমন প্রত্যেক নবী কলীমুল্লাহ (আল্লাহর সাথে কথোপকথনকারী) নন।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾

১৬৬. কিন্তু হে হাবীব! আল্লাহ্ তার সাক্ষ্য দেন যা তিনি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তা নিজ জ্ঞানে অবতীর্ণ করেছেন এবং ফেরেশতারা সাক্ষ্য দেয় আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١٦٧﴾

১৬৭. নিঃসন্দেহে ওই সব লোক, যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্র পথে বাধা দিয়েছে নিশ্চয়ই তারা দূরতম পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾ ۙ

১৬৮. (নিশ্চয়ই) যারা কুফরী করেছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে আল্লাহ্ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না আর তাদেরকে কোনো পথ দেখাবেন না।[১]

اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٦٩﴾

১৬৯. তবে জাহান্নামের পথ ছাড়া; তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে আর তা আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ

১৭০. হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট এ রাসূল সত্য সহকারে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে আগমন করেছে। সুতরাং ঈমান

টীকা:

১ এতে উদ্দেশ্য হলো - যেসব ইহুদিরা তাওরাতে বিদ্যমান প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র গুণাবলীর বর্ণনা বদলে ফেলে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র নবুওয়াতকে অস্বীকার করে অন্যায় করেছে, তারা যদি তাদের কুফরিতে কায়েম থেকে কুফরীর উপর মারা যায় তাহলে তাদের ক্ষমার কোনো সুযোগ নেই। তবে যে ঈমান এনে ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তবে তার ক্ষমা হবে।

وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧٠﴾

আনো, তোমাদের জন্য উত্তম হবে।[১] আর যদি তোমরা কুফরী করো, তবে নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۟ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ

১৭১. হে আহলে কিতাব! তোমাদের দ্বীনে সীমালঙ্ঘন করো না[২] এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত অন্য কথা বলো না। নিশ্চয়ই মসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম হলো আল্লাহ্র রাসূল এবং তার একটি বাণী, যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছেন, আর তারই পক্ষ হতে একটি বিশেষ 'রূহ'। সুতরাং আল্লাহ্ ও তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনো এবং (এ কথা) বলো না (যে, মাবুদ) তিন জন। (এ কথা থেকে) বিরত থাকো- (তা) তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কেবল আল্লাহ্ই একমাত্র মাবুদ। তিনি এ থেকে পবিত্র যে- তার কোনো সন্তান থাকবে[৩]। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে

وقف لازم

টীকা:

১ এই আয়াতে সমস্ত মানবজাতিকে সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে যে, হে মানবজাতি! শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সত্য সহকারে আগমন করেছেন। তিনি নিজে সত্য আর তার প্রতিটি কথা, কর্ম, চলন , তার শরীয়ত, স্বভাব,শিক্ষা সব সত্য- এতে মিথ্যার কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং তার প্রতি ঈমান আনো, তাতেই তোমাদের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ রয়েছে।

২ (لَا تَغْلُوْا) শব্দের অর্থ পরবর্তী টিকার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে ।

৩ এই আয়াতে আহলে কিতাবদেরকে হেদায়েত করা হয়েছে তারা যেন হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام'র ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করা থেকে বিরত থাকে, তাকে খোদা অথবা খোদার পুত্র বলে সীমালঙ্ঘন না করে বরং এই আকিদা রাখে যে, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام হযরত মারইয়াম رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا 'র পুত্র, আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর একটি বাণী - যেহেতু তিনি জনক ব্যতীত কেবল আল্লাহর একটি শব্দ كُنْ 'র মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছেন, আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ রূহ।

مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٧١﴾ ع	আল্লাহ্ই যথেষ্ট।
لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿١٧٢﴾	১৭২. মসীহ আল্লাহ্র বান্দা হওয়ার ব্যাপারে লজ্জা বোধ করে না[১] এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণও করে না। আর যারা আল্লাহ্র ইবাদতকে ঘৃণা করে ও অহংকার করে, তবে শীঘ্রই তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে সমবেত করবেন।
فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧٣﴾	১৭৩. সুতরাং ওই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে সুতরাং (আল্লাহ) তাদের কাজের পুরস্কার তাদেরকে পূর্ণরূপে প্রদান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশি দেবেন। আর ওই সব লোক, যারা ঘৃণা ও অহংকার করেছিলো তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। আর তারা আল্লাহ্ ছাড়া নিজেদের জন্য না কোনো অভিভাবক পাবে আর না কোনো সাহায্যকারী।
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ	১৭৪. হে মানবজাতি![২] নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ

টীকা:

১ নাজরান অঞ্চলের খ্রিষ্টানদের একটি প্রতিনিধি দল হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললো আপনি হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে আল্লাহ পাকের বান্দা বলে তার প্রতি অপবাদ দিয়েছেন। এতে এই আয়াত নাযিল করে বলা হয় যে- আল্লাহর বান্দা হওয়া কোনো লজ্জার বিষয় নয় বরং গর্বের বিষয়।আল্লাহর ইবাদতকে ঘৃণা করা ও এতে লজ্জাবোধ করা কাফেরদের কাজ, মুসলমানদের কাজ নয়।

২ এখানে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত যুগ, সকল দেশ আর সকল জাতির জন্য আল্লাহর প্রমাণ হয়ে আগমন করেছেন।

رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾

এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল নূর অবতীর্ণ করেছি।[১]

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾

১৭৫. সুতরাং ওই সব লোক, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে এবং তার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে, শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নেবেন[২] এবং তাদেরকে নিজের দিকে সরল পথ দেখাবেন।

يَسْتَفْتُوْنَكَ ۭ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ۭ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۭ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۭ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۗءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ

১৭৬. হে হাবীব! তারা তোমার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে। সুতরাং তুমি বলে দাও, আল্লাহ্ তোমাদের কালালাহ সম্বন্ধে ফতোয়া দিচ্ছেন।[৩] যদি কোনো পুরুষ মৃত্যুবরণ করে- যার সন্তান নেই এবং এক বোন আছে, তবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির মধ্যে তার বোনের জন্য অর্ধেক। আর পুরুষ তার বোনের উত্তরাধিকারী হবে, যদি বোনের সন্তান না থাকে। অতঃপর, যদি দুই বোন থাকে তবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির মধ্যে তাদের জন্য দুই ভাগের তিন ভাগ থাকবে। আর যদি ভাই-বোনের মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়েই থাকে, তবে পুরুষের অংশ দুই

টীকা:

১ উজ্জল নূর দ্বারা কুরআন পাককে বোঝানো হয়েছে যা হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র মাধ্যমে আমরা পেয়েছি।

২ এই আয়াতে ঈমানদারদেরকে রহমত,অনুগ্রহ,আর সঠিক পথের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। রহমত হচ্ছে জান্নাত, অনুগ্রহ হচ্ছে জান্নাতের অত্যাশ্চর্য বিভিন্ন বিষয়াদি আর সঠিক পথ হচ্ছে দ্বীনে ইসলাম যা সরাসরি আল্লাহর কাছে পৌঁছায়।

৩ কালালাহ বলা হয় যে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পিতা ও সন্তান-সন্ততি নেই।

حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ
تَضِلُّوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۷۶﴾ ع

নারীর সমান হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন।[১]

٥ سُوْرَةُ الْمَآئِدَةِ مَدَنِيَّةٌ ١١٢
اٰياتها ١٢٠ ركوعاتها ١٦

সূরা : মায়েদা, মাদানী
আয়াত: ১২০, রুকু: ১৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ
اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا
يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ
اَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿۱﴾

১. হে ঈমানদারগণ! সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করো। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু হালাল করা হয়েছে,[২] তবে সামনে যেগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে জানানো হবে[৩] সেগুলো ছাড়া। কিন্তু ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা হালাল মনে করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন।

টীকা:

১ এ আয়াতে কালালাহ সংক্রান্ত মীরাস (সম্পত্তির উত্তরাধিকার) বর্ণনা করা হয়েছে। মীরাসের মাসয়ালার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, এর ব্যাপ্তি অনেক বিশাল ও শর্তযুক্ত। সুতরাং মীরাসের কোনো মাসয়ালা জানতে হলে মীরাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত নিজে সমাধান করার চেষ্টা করবেন না।

২ بهيمة বলতে জলে বা স্থলে বসবাসকারী চার পা যুক্ত প্রাণীকে বোঝায়, এই আয়াতে শব্দটিকে الانعام 'র সাথে ইযাফত (সম্বন্ধ পদ) করা হয়েছে তা হচ্ছে ইযাফতে বায়ানিয়া (অর্থাৎ অর্থের তীব্রতা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে)

৩ এতে বোঝা গেলো যে, হারাম হলো তাই যা কুরআন ও হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, তা ব্যতীত সব হালাল, কেননা হালালের জন্য কোনো বিশেষ প্রমাণের প্রয়োজন নেই, কোনো কিছু হারাম না হওয়াই হালালের প্রমাণ। এ হতে ওই সমস্ত লোকের শিক্ষা নেওয়া উচিৎ যারা মুসলমানদের পবিত্র খাবারকে কোনো রকম টাল-বাহানা করে হারাম এমনকি শিরক বলে ফেলে ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآىِٕرَ
اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَآىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ
الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ
رِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ
صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ
التَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ
الْعُدْوَانِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢

২. হে ঈমানদারগণ! হালাল সাব্যস্ত করো না (অবমাননা করা)[১] আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোকে, না সম্মানিত মাসকে,না হেরেমের প্রতি প্রেরিত কুরবানীর পশুকে, না (হেরেমে নিয়ে আসা ওই সব পশুকে) যেগুলোর গলায় পট্টি বাঁধা থাকে , এবং না সেসব লোকের (সম্পদ ও মান-সম্মানকে) যারা সম্মানিত ঘরের উদ্দেশ্যে এসেছে নিজ রবের দয়া ও সন্তুষ্টি লাভ করতে।[২] আর যখন ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হবে, তখন শিকার করতে পারো। আর কোনো গোত্রের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে এই কারণে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে যে, তোমাদেরকে তারা 'মাসজিদুল হারামে' প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলো। আর সৎকর্ম ও খোদাভীরুতায় পরস্পর সাহায্য করো[৩] এবং গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।

وقف لازم

الربع

টীকা:

১ এই আয়াতে দ্বীনের নিদর্শনাদির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হুকুম দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ যা কিছু ফরয করেছেন আর যা নিষেধ করেছেন সব কিছুর সম্মান বজায় রাখো। আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে সাব্যস্ত সব কিছুর সম্মান করা আবশ্যক। সুতরাং দ্বীন সম্পর্কিত সম্মানিত বস্তুগুলোর সম্মান করা উচিৎ। আল্লাহ পাকের এই নিদর্শনগুলোর মধ্যে কাবাঘর, কুরআনে পাক,মসজিদ, আযান, বুযুর্গদের মাযার ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত,বরং যে বস্তুর সম্পর্ক আল্লাহ পাকের মকবুল বান্দাদের সাথে হয় তাও মর্যাদার তারতম্যের সাথে আল্লাহর নিদর্শন হয়ে যায়।

২ এখানে উদ্দেশ্য হলো হজ ও ওমরা পালনার্থে আগত ব্যক্তি।

৩ এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা নেকীর কাজ ও খোদাভীরুতায় পরস্পর সাহায্য করা আর এবং গুনাহ ও জুলুমের ক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য না করার হুকুম দিয়েছেন । بِر বলতে ওই কাজকে বোঝায় যা শরীয়ত করার হুকুম দিয়েছে আর تَقْوٰى বলতে ওই কাজ পরিহার করা বোঝায় যাতে শরীয়ত নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে । اِثْمٌ অর্থ গুনাহ আর عُدْوَانٌ অর্থ আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করা।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَ
لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ
بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَ
الْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ
السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۣ وَمَا ذُبِحَ
عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا
بِالْاَزْلَامِ ؕ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ؕ اَلْيَوْمَ
يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ؕ اَلْيَوْمَ
اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ

৩.তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত, শুকরের মাংস, ওই পশু যা জবাই করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেওয়া হয়,[১] শ্বাসরোধে মৃত পশু, ভোঁতা বস্তুর (আঘাতে) মৃত পশু, উঁচু স্থান থেকে পতনের ফলে মৃত পশু, অন্য পশুর শিংয়ের আঘাতে মৃত পশু, হিংস্র প্রাণীর খাওয়া পশু, তবে (হিংস্র প্রাণীর শিকারকৃত) ওই পশু যা তোমরা (জীবিত পেয়ে) জবাই করেছো - তা ব্যতীত, এবং মূর্তির বেদীতে বলি দেওয়া পশু। আর (হারাম করা হয়েছে) পাশা ফেলে তোমাদের ভাগ্য নির্ণয় করা, এগুলো গুনাহের কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না আর আমাকেই ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম[২] আর তোমাদের জন্য ইসলামকে

টীকা:

১ যে পশু জবাই করার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নাম নেওয়া হয়- তা হারাম। যে পশু কেবলমাত্র আল্লাহর নামেই জবাই করা হয়েছে কিন্তু অন্য সময়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে সম্পর্কিত করা হয়েছিলো- তা হারাম নয়। যেমন- এরূপ বলা যে, আব্দুল্লাহর গরু, আকীকার ছাগল, ওলীমার পশু, অমুক ওলীর ঈসালে সাওয়াবের ছাগল,গরু।

২ মুফাসসিরগণ বলেন, দ্বীনকে পরিপূর্ণ করার অর্থ হলো, তা পূর্ববর্তী শরীয়তের মতো রহিত হবে না, কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এতে বোঝা গেলো যে, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র পরে কেউ নবী হতে পারবে না কেননা দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। যেহেতু সূর্য উদিত হলে বাতির প্রয়োজন হয় না, সুতরাং কাদিয়ানী ধর্ম বাতিল। দ্বীনের মৌলিক বিষয় পরিবর্তিত হবে না, তবে ইজতিহাদী ও ফুরুয়ী মাসয়ালা সর্বদা উৎপন্ন হতে থাকবে।

الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٣

দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।[১] সুতরাং যে ব্যক্তি ক্ষুধা, পিপাসার তীব্রতায় বাধ্য হয় কিন্তু গুনাহের দিকে ধাবিত হয় না (তবে সে খেতে পারবে)।[২] অতএব, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝٤

৪. হে হাবীব! তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে? তুমি বলে দাও, তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে পবিত্র বস্তুসমূহ এবং সেসব শিকারি প্রাণীর (শিকারকৃত প্রাণী) –যাদেরকে তোমরা শিকারকৃত প্রাণীকে ধাওয়া করে শিকার করার প্রশিক্ষণ দিয়েছো। তোমরা সেগুলোকে তা শেখাও, যা আল্লাহ তোমাদের শিখিয়েছেন। সুতরাং, সেগুলো শিকার করে তোমাদের জন্য যা দেয় তোমরা তা হতে খাও এবং (শিকারি প্রাণীকে ছাড়ার সময়) আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করো,[৩] আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

টীকা:

১ এতে বোঝা গেলো যে, কেবলমাত্র ইসলামই আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। অর্থাৎ যা বর্তমান যুগে দ্বীনে মুহাম্মাদীরূপে বিদ্যমান আছে, এ দ্বীন ছাড়া অন্যান্য সকল ধর্ম প্রত্যাখ্যাত। আরো জানা গেলো যে, ইসলাম পরিত্যাগ করে কেউ লক্ষ-কোটি নেকী করলেও তা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়, কেননা ইসলাম হচ্ছে শিকড় আর আমল হচ্ছে তার ডালপালা ও পাতা। অতএব শিকড় কেটে ডালপালা ও পাতাতে পানি দেওয়া অর্থহীন।

২ এর উদ্দেশ্য হলো যখন পানাহারের জন্য কোনো হালাল বস্তু পাওয়া যায় না এবং ক্ষুধা -পিপাসায় প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা তৈরি হয়, তখন প্রাণরক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পরিমাণে পানাহার করার অনুমতি রয়েছে। প্রয়োজন হিসেবে সেই পরিমাণটুকু যথেষ্ট যতটুকু পানাহার করলে প্রাণহানির আশঙ্কা দূর হয়।

৩ এর সারমর্ম হলো, শিকারি পশু কর্তৃক শিকার কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে হালাল (১) শিকারি পশু যেন মুসলমানদের অথবা আহলে কিতাবদের হয় ও প্রশিক্ষিত হয়, (২) শিকারি পশু যেন শিকারকে ক্ষত সৃষ্টি করে প্রাণনাশ করে (৩) শিকারি পশুকে যেন بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে ছাড়া হয়, (৪) যদি শিকারি ব্যক্তির কাছে শিকার জীবিত ধরা পড়ে তবে একে যেন بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে জবাই করা হয় । এ শর্তগুলোর কোনো একটি লঙ্ঘন হলে তা হালাল হবে না।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَ طَعَامُ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَ
طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَ الْمُحْصَنٰتُ
مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ
اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ
غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَ لَا مُتَّخِذِيْٓ
اَخْدَانٍ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ
حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ
الْخٰسِرِيْنَ ۝٥ ع

৫. আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হলো এবং আহলে কিতাবদের খাদ্য দ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল[১] আর তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ। আর সচ্চরিত্র মুসলিম নারীগণ এবং যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্র নারীগণ (তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে[২]) যখন তোমরা বিয়ে করার জন্য তাদেরকে তাদের মোহরানা প্রদান করবে, ব্যভিচার ও গোপন সঙ্গী করার জন্য নয়। আর যে ঈমান হতে বিমুখ হয়ে কাফের হয়ে যায়, তবে তার সব আমল বিনষ্ট হয়ে গেলো এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ع ٥ ١

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى
الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ

৬. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াতে যাও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো,

টীকা:

১ আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশুও মুসলমানদের জন্য হালাল তবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ওই আহলে কিতাবদের জবাইকৃত পশু হালাল - যারা প্রকৃতপক্ষে আহলে কিতাব। বর্তমান যুগে খ্রিস্টানদের একট বড় অংশ নাস্তিক আর খোদার অস্বীকারকারী হয়ে গেছে, সুতরাং তাদের জবাইকৃত পশু হালাল নয়।

২ আহলে কিতাব নারীদের সাথে বিয়ে করা হালাল কিন্তু তাতেও এই শর্ত রয়েছে যে, তারা যেন প্রকৃতপক্ষে আহলে কিতাব হয়, নাস্তিক যেন না হয়, যেমন - বর্তমানে এমন অনেকেই রয়েছে; আর এই অনুমতি দারুল ইসলামে বসবাসরত জিম্মী আহলে কিতাব নারীদের জন্য। এ যুগের আহলে কিতাবরা মূলত হারবী কাফের, হারবী আহলে কিতাবদের সাথে বিয়ে করা মাকরুহে তাহরীমী। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা হচ্ছে, এই অনুমতি শুধু মুসলমান পুরুষদের জন্য। আহলে কিতাব পুরুষের সাথে মুসলমান নারীর বিয়ে অকাট্য হারাম।

اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ
اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ
جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ
عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ
الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ
تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ
مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ
حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٦

মাথা মাসেহ করো এবং গোড়ালি পর্যন্ত পা ধুয়ে ফেলো।[১] আর যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহলে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করো। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ যদি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীসহবাস করো এবং এমতাবস্থায় পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো। সুতরাং তোমাদের মুখ ও দু'হাত তা দিয়ে মাসেহ করো। আল্লাহ্ চান না তোমাদের কোনো কষ্ট হোক বরং তিনি তোমাদেরকে অধিক পবিত্র করতে এবং স্বীয় অনুগ্রহ তোমাদের উপর পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করো।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ
الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا
وَاَطَعْنَا ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٧

৭. আর তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ এবং ওই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করো যা তিনি তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন, যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনেছি এবং মান্য করেছি।[২] আর আল্লাহ্কে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অন্তরের বিষয়াদি জানেন।

টীকা:

১ যা ধোয়ার হুকুম রয়েছে, তা ধোয়া আবশ্যক, তা মাসেহ করা যাবে না; যেমন- পা ধোয়া আবশ্যক, তা মাসেহ করার অনুমতি নেই। মোজা পরা থাকলে শর্ত সাপেক্ষে মোজার উপর মাসেহ করা যাবে। কেননা তা বহু হাদিসে মাশহুর দ্বারা প্রমাণিত।

২ এই আয়াতে আল্লাহ পাকের নিয়ামত বলতে বায়আতে উকবা ও বায়আতে রিদওয়ানকে বোঝানো হয়েছে। এতে বোঝা গেলো যে,বায়আতে উকবা ও বায়আতে রিদওয়ানে যেসব সাহাবা ছিলেন - তারা আল্লাহুর মকবুল বান্দা, যাদের এ সম্মান দান করা হয়েছে। সে বায়আতকেই এখানে নিয়ামত বলা হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝٨

৮. হে ঈমানদারগণ! ইনসাফ সহকারে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় আল্লাহর আদেশের উপর অধিক অটল থাকো। আর কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তাদের প্রতি অন্যায় করতে তোমাদের প্ররোচিত না করে। (বরং) ইনসাফ করো, তা খোদাভীরুতার অধিক নিকটবর্তী । আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খবর রাখেন।[১]

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٩

৯.আল্লাহ- ঈমানদারগণ ও নেককারদের সাথে ওয়াদা করেছেন, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রয়েছে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝١٠

১০. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে তারাই জাহান্নামী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١١ ع

১১. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ করো- যখন একটি সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের হাত বাড়াতে চেয়েছিলো, তখন তিনি তাদের হাতকে তোমাদের থেকে নিবৃত্ত করলেন এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আর মুসলমানদের কেবল আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিৎ।

ع ٢ ٢

টীকা:

১ এই আয়াতে বিশেষত সাক্ষ্য দেওয়ার সময় ইনসাফ ও ন্যায় অবলম্বনের হুকুম দেওয়া হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, কারো সাথে শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ থেকে বিচ্যুত না করে। এটি দ্বীন ইসলামের মহান আদর্শের একটি উদাহরণ।

وَ لَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْۤ
اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَیْ عَشَرَ
نَقِيْبًا ؕ وَ قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ
اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَ
اٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَ عَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ
اَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا
لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ
لَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ
مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٢﴾

১২. আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন। আর আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন নেতা নিযুক্ত করেছি। আল্লাহ্ বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি। যদি তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও, আমার রাসূলগণের উপর ঈমান আনো, তাদের সম্মান করো,[১] এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দাও,[২] তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহ মোচন করবো এবং অবশ্যই তোমাদেরকে সেই বাগানসমূহে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। অতঃপর ওই (অঙ্গীকারের) পর তোমাদের মধ্যে যে কুফরী করেছে সে অবশ্যই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَ
جَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ
الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَ نَسُوْا حَظًّا

১৩. অতঃপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করেছি, তারা আল্লাহ্র বাণীসমূহকে সেগুলোর যথাস্থান হতে পরিবর্তন করে। আর তারা তাদেরকে করা সেই সব উপদেশের একটি

টীকা:

১ এখানে রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে তাদের প্রতি সম্মান করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এতে বোঝা গেলো যে, আম্বিয়া কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام'র প্রতি সম্মান প্রদর্শন গুরুত্বপূর্ণ ফরযের অন্তর্ভুক্ত।

২ এখানে উত্তম ঋণ বলতে যাকাত ব্যতীত অন্যান্য দানকে বোঝানো হয়েছে। এতে বোঝা গেলো যে, শুধু যাকাত দিয়ে ক্ষান্ত হওয়া উচিৎ নয় বরং নফল সদকাও দেওয়া উচিৎ।

مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣﴾

বিশাল অংশ ভুলে বসেছে। আর তুমি তাদের অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তাদের কারো না কারো প্রতারণা সম্বন্ধে অবহিত হতে থাকবে সুতরাং তাদের ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনুগ্রহশীলদের ভালোবাসেন।

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. এবং যারা দাবি করেছিলো, আমরা খ্রিষ্টান, আমি তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি, অতঃপর তারা তাদেরকে করা সেই সব উপদেশের একটি বিশাল অংশ ভুলে বসেছে। সুতরাং আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঢেলে দিয়েছি[১] আর আর শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদের জানিয়ে দেবেন যা তারা করতো।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ؕ قَدْ

১৫. হে আহলে কিতাব! নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছে যে তোমাদের কাছে প্রকাশ করে এমন অনেক বিষয় যা তোমরা (আল্লাহর) কিতাব থেকে গোপন করেছিলে এবং সে অধিক ক্ষমা করে। নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আল্লাহ্র

টীকা:

১ যখন খ্রিস্টানরা আল্লাহর কিতাব ইঞ্জিলের অনুসরণ পরিত্যাগ, রাসূলের অবাধ্যতা, ফরয আদায় পরিত্যাগ এবং আল্লাহর নির্দেশের অমান্য করলো, তখন আল্লাহ পাক তাদের মাঝে বিদ্বেষ ও শত্রুতা ঢেলে দিলেন ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরকে ধ্বংস করাতে লিপ্ত হলো। নিকট অতীতের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যাক্তিরা ভালোকরেই জানেন যে, দুটি বিশ্ব যুদ্ধ ও তার ভয়াবহতা তাদের কারণেই সংঘটিত হয়েছিলো।

جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۙ﴿۱۵﴾

পক্ষ থেকে একটি নূর[১] এবং একটি স্পষ্ট কিতাব এসেছে।

يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَ يَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۶﴾

১৬. আল্লাহ্ এর মাধ্যমে[২] তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অনুগামী হয়। আর তাদেরকে স্বীয় নির্দেশে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথের হেদায়েত দেন।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ اُمَّهٗ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا

১৭.অবশ্যই তারা কাফের হয়েছে, যারা বলেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহই হচ্ছেন মসীহ ইবনে মারইয়াম।[৩]। তুমি বলে দাও, অতঃপর আল্লাহ্ যদি মসীহ্ ইবনে মারইয়াম ও তার মাতা এবং জমিনের সমস্ত অধিবাসীকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন তাহলে তাদেরকে আল্লাহর থেকে রক্ষা করার সাম্যর্থ কে রাখে? আর আসমানসমূহ ও জমিনে এবং যা কিছু এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে- সবকিছুর রাজত্ব

টীকা:

১ এই আয়াতে নূর শব্দ দ্বারা হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বোঝানো হয়েছে।

২ কতিপয় মুফাসসিরগণের নিকট(بِهٖ) সর্বনাম দ্বারা কুরআন বোঝানো হয়েছে আর কিছু মুফাসসিরগণের নিকট এর দ্বারা হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বোঝানো হয়েছে। আরেকভাবে আয়াতের অর্থ হবে যে, আল্লাহ পাক হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র মাধ্যমে হেদায়েত দান করেন।

৩ খ্রিস্টানদের একটি সম্প্রদায়ের আকিদা হচ্ছে (مَعَاذَاللّٰه) হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام হচ্ছেন আল্লাহ। এই আয়াতে এই আকিদাগুলো কয়েকভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। যেমন (১) হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام মৃত্যুবরণ করতে পারেন, সুতরাং যে মৃত্যুবরণ করে সে আল্লাহ হতে পারে না; (২) হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام মায়ের গর্ভ হতে জন্মগ্রহণ করেছেন, সুতরাং যে জন্মগ্রহণ করে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বমান হয়, সে আল্লাহ হতে পারে না: (৩) আল্লাহ পাক আসমান ও জমিনের সকল কিছুর মালিক, সকল কিছু আল্লাহর সৃষ্টির অর্ন্তভুক্ত। হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ও নিজেকে আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে স্বীকার করেন। যদি তিনি আল্লাহ হতেন তাহলে নিজেকে আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা হিসেবে কখনো স্বীকার করতেন না। আল্লাহ হচ্ছেন প্রকৃত স্রষ্টা, এবং কুল কায়েনাতের স্রষ্টা। যদি হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র মাঝে খোদা হওয়ার বৈশিষ্ট্য থাকতো তবে তিনিও এভাবে স্রষ্টা হতেন।

يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾

আল্লাহর জন্য। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে ক্ষমতাবান।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۫ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾

১৮. আর ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বলেছে, আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র এবং তার প্রিয়জন।[১] হে হাবীব! তুমি বলে দাও (যদি এমন হয়) তবে তোমাদের গুনাহগুলোর জন্য তিনি তোমাদের উপর আযাব কেন দেন?[২] বরং তোমরাও তার সৃষ্টির মধ্যকার (সাধারণ) মানুষ । তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যার উপর চান আযাব দেন। আর আসমানসমূহ ও জমিনে এবং যা কিছু এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে সবকিছুর রাজত্ব আল্লাহরই। আর তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ

১৯. হে আহলে কিতাব! নিঃসন্দেহে রাসূলগণের আগমন বন্ধ থাকার দীর্ঘ সময় পর তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছে,[৩] তোমাদের কাছে আমার

টীকা:

১ এখানে পুত্র বলতে সন্তান উদ্দেশ্য নয়। কেননা তারা নিজেদেরকে এই অর্থে আল্লাহর পুত্র বলতো না বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিলো যে, আমরা আল্লাহর কাছে এমন প্রিয় যেমন পুত্র তার পিতার কাছে প্রিয়। কারণ পুত্র যতই খারাপ হোক না কেন পিতার কাছে প্রিয়, আমরাও ঠিক তেমন।

২ জানা গেলো, নিজেকে আমলের উর্ধ্বে মনে করা ইহুদি-খ্রিস্টানদের আকিদা। আজকাল কিছু মূর্খ ভক্ত বা অনুসারীদের আকিদা এমন বটে। এমন আকিদা পোষণ করা কুফরী, কেননা কুরআনে ঈমানের সাথে প্রতিটি জায়গায় নেক আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩ হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এবং হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র মধ্যবর্তী যুগের নাম হলো "যামানায়ে ফিতরাত" অর্থাৎ এমন যুগ যে সময় কোনো নবী ছিলো না। সে যুগের মানুষের জন্য শুধু তাওহীদের আকিদা রাখা যথেষ্ট ছিলো, যেমন- হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র পিতা-মাতা।

تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۫ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٩﴾ ع

বিধানসমূহ প্রকাশ করছে, যাতে তোমরা এ কথা বলতে না পারো যে, আমাদের কাছে কোনো সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি। সুতরাং নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী আগমন করেছে এবং আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে ক্ষমতাবান।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. এবং স্মরণ করো! যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বললো, হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূল বানিয়েছেন,[১] তোমাদেরকে বাদশাহ্ বানিয়েছেন[২] এবং তোমাদেরকে সেসব কিছু দান করেছেন যা সমগ্র জগতে আর কাউকে দান করেননি।

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى

২১. (মূসা বললো,) হে আমার সম্প্রদায়, ওই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো,[৩] যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন এবং তোমরা পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

টীকা:

১ এতে বোঝা গেলো, নবী রাসূলগণের আগমন হচ্ছে নিয়ামত, যেমন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام নিজ সম্প্রদায়কে তা নিয়ে আলোচনা করার হুকুম দিয়েছেন। এ থেকে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র মিলাদ উদযাপন এবং তার আলোচনা করার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন বনী ইসরাঈলের নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام'র আগমনকে নিয়ামত মনে করে স্মরণ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে, তখন হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র আগমন তার চাইতেও বড় নিয়ামত।

২ এতে বোঝা গেলো- হুকুমত, রাজত্ব, কর্তৃত্ব আল্লাহ পাকের নিয়ামত এবং তার শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ। তার শুকরিয়া আদায় করার উত্তম উপায় হলো - হুকুমত, রাজত্ব আল্লাহর বিধানমতে চালানো, গরিবদের সাহায্য করা, মানুষের অধিকার রক্ষা করা, জুলুমের পরিসমাপ্তি ঘটানো এবং দেশের জনগণকে শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করার ব্যবস্থা করা।

৩ এই ভূমিকে পবিত্র এজন্য বলা হয়েছে যে, যেহেতু আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام'র আবাসস্থল ছিলো। এতে বোঝা গেলো যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام'র বসবাসের কারণে ভূখন্ড মর্যাদা লাভ করে এবং সবার জন্য বরকতের মাধ্যম হয়।

اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾	(অন্যথায়) তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে ফিরবে।
قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾	২২ (ওই সম্প্রদায়) বললো, হে মূসা, এই (ভূমি)তে শক্তিশালী লোকেরা রয়েছে এবং আমরা তাতে কখনো প্রবেশ করবো না, যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তাহলে আমরা (শহরে) প্রবেশ করবো।
قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾	২৩. আল্লাহ-ভীরুদের মধ্য থেকে ওই দু'জন লোক যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন - তারা বললো, (শহরের) দরজা দিয়ে তাদের উপর প্রবেশ করো। সুতরাং যদি তোমরা দরজায় প্রবেশ করো তবে তোমরাই বিজয়ী হবে। আর যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহ্র উপরেই ভরসা করো।
قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾	২৪. (অতঃপর ওই সম্প্রদায়) বললো, হে মূসা! আমরা সেখানে কখনো যাবো না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখানে আছে। সুতরাং আপনি এবং আপনার রব উভয়ে যান আর লড়াই করুন। আমরা এখানেই বসে থাকবো।
قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ	২৫. মূসা বললো, হে আমার রব! আমি কেবল আমার প্রাণের উপর এবং আমার ভাইয়ের উপর ক্ষমতাবান। সুতরাং তুমি

الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾	আমাদের এবং অবাধ্য সম্প্রদায়ের মাঝে বিচ্ছেদ করে দাও।
قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾ ع	২৬. (আল্লাহ) বললেন, সুতরাং এই ভূমি চল্লিশ বছর পর্যন্ত এদের জন্য হারাম করা হলো। এরা জমিনে বিভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব, (হে মূসা!) তুমি এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না।
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٧﴾	২৭. এবং (হে হাবীব!) তাদেরকে আদমের দু'পুত্রের সত্য সংবাদ পড়ে শোনাও[১] যখন তারা দু'জনে একটি করে কুরবানী পেশ করলো। তখন তাদের একজনের পক্ষে কবুল করা হলো এবং অন্যজনের পক্ষে কবুল করা হলো না। (ওই অন্যজন) বললো, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো। (প্রথমজন) বললো, আল্লাহ কেবল খোদাভীরুদের কাছ থেকে কবুল করেন।
لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾	২৮. অবশ্যই যদি তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও, তবে আমি আমার হাত তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে বাড়াবো না। আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি, যিনি সমগ্র জগতের মালিক।

وقف لازم ৭ ع

النصف

টীকা:

১ হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام 'র এই দুই ছেলের নাম ছিলো হাবিল ও কাবিল। এই ঘটনা শোনানোর উদ্দেশ্য হলো হিংসার নেতিবাচকতা সম্পর্কে জানা এবং হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সাথে যারা হিংসা করে তাদের শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ দেওয়া।

إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ فَتَكُونَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ ٢٩

২৯. আমি চাই যে, আমার ও তোমার গুনাহ উভয়ই যেন তোমার উপর পতিত হোক, অতঃপর তুমি জাহান্নামী হয়ে যাও। এই হচ্ছে জালেমদের শাস্তি।

فَطَوَّعَتۡ لَهُۥ نَفۡسُهُۥ قَتۡلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٣٠

৩০. অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে তার আপন ভাইকে হত্যা করতে প্ররোচিত করলো। অতঃপর সে তাকে হত্যা করলো। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো[১]।

فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابٗا يَبۡحَثُ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُرِيَهُۥ كَيۡفَ يُوَٰرِي سَوۡءَةَ أَخِيهِۚ قَالَ يَٰوَيۡلَتَىٰٓ أَعَجَزۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِثۡلَ هَٰذَا ٱلۡغُرَابِ فَأُوَٰرِيَ سَوۡءَةَ أَخِيۖ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ٣١

৩১. অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যা মাটি খনন করছিলো, যাতে এটি তাকে দেখিয়ে দেয় সে কীভাবে তার ভাইয়ের লাশ গোপন করবে (কাকের ঘটনা দেখে হত্যাকারী) বললো, হায়! আমি এই কাকের মতোও হতে পারলাম না যে, আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করবো। অতঃপর সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَۛ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ

৩২. এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের জন্য লিখে দিলাম, যে ব্যক্তি প্রাণের বিনিময় অথবা জমিনে ফাসাদ করার বিনিময় ব্যতীত কাউকে হত্যা করলো সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করলো আর যে একটি

معانقة ٥ وقف النبي صلى الله عليه وسلم

টীকা:

১ এই ঘটনা বহু শিক্ষা ও উপদেশে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর প্রথম অপরাধের মধ্যে হিংসা ও হত্যা অর্ন্তভুক্ত। হিংসা খুবই মন্দ বিষয়। হিংসাই শয়তানকে ধ্বংস করেছিলো আর হিংসাই দুনিয়াতে কাবিলকে ধ্বংস করেছে।

فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿٣٢﴾

প্রাণকে (হত্যা থেকে বাঁচিয়ে) জীবিত রাখলো, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে জীবিত রাখলো। আর অবশ্যই তাদের কাছে আমার রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহকারে এসেছেন। অতঃপর নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে অনেকে এরপরও জমিনে সীমালঙ্ঘন করেছে।[১]

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْۤا اَوْ يُصَلَّبُوْۤا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ﴿٣٣﴾

৩৩. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টিকরতে চেষ্টা করে, তাদের শাস্তি হচ্ছে 'তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলে চড়ানো হবে অথবা তাদের এক দিকের হাত ও আরেক দিকের পা কেটে দেওয়া হবে অথবা (দেশের) মাটি থেকে (নির্বাসিত করে) তাড়িয়ে দেওয়া হবে।' এ হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।[২]

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٤﴾

৩৪. তবে, ওই সব লোক যারা তোমাদের হাতে ধরা পড়ার পূর্বে তাওবা করেছে তাদের জন্য নয় । সুতরাং জেনে রাখা! আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

ع ٥

টীকা:

১ এই আয়াতে বনী ইসরাঈলকে যা বলা হয়েছে তা আমাদের জন্যও প্রয়োজ্য। এই আয়াত হতে ইসলামের এই আদর্শ সুস্পষ্ট হয় যে, ইসলামে মানুষের প্রাণের কত গুরুত্ব রয়েছে। যারা হত্যা ও ফাসাদ ছড়ায় তারা কঠিন অপরাধী আর বিশেষত ইসলামের নামে হত্যাকারীরা জঘন্য অপরাধী।

২ এই আয়াতে ডাকাতির শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে তাফসীরে সিরাতুল জিনান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪২২ অধ্যয়ন করুন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫.হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো আর তাঁর দিকে উসিলা তালাশ করো[১] এবং তার পথে যুদ্ধ করো এ আশায় যাতে তোমরা সফলকাম হও।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٣٦﴾

৩৬. নিশ্চয়ই যারা কাফের, তারা যদি জমিনে বিদ্যমান সকল কিছু এবং তার সমপরিমাণ এমন আরো কিছু (একত্রিত করে) কিয়ামত দিবসের আযাব থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রদান করে, তবুও তাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[২]

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ۡ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٣٧﴾

৩৭. তারা জাহান্নামের আগুন থেকে বের হতে চাইবে কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না। তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।

টীকা:

১ আয়াতে (وسيلة) শব্দের অর্থ হলো যার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জিত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ইবাদত- হোক তা ফরয অথবা নফল- তা আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন করো। যেভাবে নেক আমল উসিলা হতে পারে, অনুরূপভাবে নেক আমলওয়ালারাও উসিলা হতে পারে। যেমন হাদিস শরীফে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং হযরত আব্বাস رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ কে উসিলা বানানোর কথা উল্লেখ রয়েছে।

২ অর্থাৎ যদি কাফের দুনিয়ার মালিক হয় এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরো দুনিয়ার মালিক হয় আর এই সব কিছু কিয়ামতের দিন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফিদিয়া(মুক্তিপণ) স্বরূপ দেয়, তাহলে তার ফিদিয়া কবুল হবে না বরং কিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে অবশ্যই আযাব দেওয়া হবে। সেদিন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় থাকবে না। এতে বোঝা গেলো ঈমান থাকলেই কিয়ামতের দিন আমলের প্রতিদান পাওয়া যাবে, তখনই শাফায়াত দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে, তখনই আল্লাহর করুণার দৃষ্টি পতিত হবে, তখনই জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে- এজন্য ঈমান হেফাযতের চিন্তা করা খুবই আবশ্যক।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٣٨﴾

৩৮.আর পুরুষ কিংবা নারী চোরের ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি হিসেবে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের হাত কর্তন করো।[১] আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. সুতরাং যে ব্যক্তি অন্যায় করার পর তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে, তবে আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ সহকারে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।[২]

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٠﴾

৪০. তুমি কি জানো না, আসমানসমূহ এবং জমিনের রাজত্ব আল্লাহ্রই জন্য? তিনি যাকে চান শাস্তি দেন এবং যাকে চান ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে ক্ষমতাবান[৩]।

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ

৪১. হে রাসূল! যারা কুফরের দিকে দৌঁড়ে যায়, তারা (যেন) তোমাকে ব্যথিত না করে[৪]।

টীকা:

১ এই আয়াতে চোরের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। শরয়ীভাবে যখন চুরির অপরাধ সাব্যস্ত হয় তখন চোরের হাত কর্তন করা হয়। **সতর্কতা:** হুদূদ ও তা'যীর (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি) সম্পর্কিত মাসয়ালার ক্ষেত্রে জনগণকে আইন নিজের হাতে নেওয়ার শরয়ী অনুমতি নেই। চুরি সম্পর্কিত মাসয়ালা বিস্তারিত জানার জন্য বাহারে শরীয়তের ৯ম অংশ দেখুন।

২ তাওবা অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। যত বড় গুনাহ হোক না কেন যদি কেউ তাওবা করে তাহলে আল্লাহ পাক নিজের হক ক্ষমা করে দেন, তাওবাকারীদের আখিরাতের আযাব থেকে মুক্তি দান করেন। কিন্তু মনে রাখবেন, তাওবার ক্ষেত্রে আল্লাহর হক ও বান্দার হকের বিভিন্ন শর্ত রয়েছে, তাও আদায় করা আবশ্যক।

৩ এতে বোঝা গেলো যে, আযাব দেওয়া আর দয়া করা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন। তিনি মালিক, যা চান করেন। কারো অভিযোগ করার সাহস নেই।

৪ এতে মুবাল্লিগদের জন্য উপদেশ রয়েছে- তারা যেন মানুষ নেকীর দাওয়াত কবুল না করলে ব্যথিত না হয় বরং দ্বীন প্রচার অব্যাহত রাখে কেননা তা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ।

يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ؕ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٤١﴾

(এরা ওই সব লোক) যারা নিজেদের মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয়। আর কিছু ইহুদি বেশি মিথ্যা শোনে এবং ওই সব লোকদের কথাও বেশি শোনে, যারা তোমার কাছে আসেনি। তারা আল্লাহ্‌র বাণীকে তার মূলস্থান হতে পরিবর্তন করে। তারা (একে অপরকে) বলে, যদি তোমরা এই (বিকৃত) আদেশ পাও তা মান্য করো আর যদি তা না পাও, তবে বর্জন করো।[১] আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান; তবে (হে শ্রোতা!) আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাকে রক্ষা করার কোনো ক্ষমতা তোমার কখনো নেই।[২] তারা হচ্ছে ওই সব লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ্ পবিত্র করার ইচ্ছা করেননি। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা আর তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহা শাস্তি।

টীকা:

১ ইহুদিদের এ ধরণের কৃতকর্মকে সামনে রেখে প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ তারা যেন শরীয়তকে নিজের মর্জি মোতাকে বানানোর চেষ্টা না করে বরং নিজেকে যেন শরীয়ত মোতাবেক পরিচালনা করে। একইভাবে এটাও করা অনুচিৎ যে আলেমের কাছে মর্জি মোতাকে ফতোয়া পেলে আমল করা অন্যথায় পরিত্যাগ করা।

২ হেদায়েত দেওয়ার মালিক ও মুখতার হচ্ছেন আল্লাহ পাক। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দিতে চান না, সে কখনো হেদায়েত পেতে পারে না।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. তারা বড়ই মিথ্যা শ্রবণকারী, বড়ই হারাম ভক্ষণকারী।[১] সুতরাং তারা যদি তোমার কাছে আসে তবে তাদের মাঝে মীমাংসা করো অথবা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও (তোমার জন্য উভয়টি করার অনুমতি রয়েছে)। আর যদি তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তাদের মাঝে মীমাংসা করো তবে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٣﴾ ع

৪৩. আর এরা তোমাকে কীভাবে বিচারক বানাবে অথচ তাদের কাছে তাওরাত রয়েছে যাতে আল্লাহ্র নির্দেশ বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং এরা ঈমান আনবে না।

ع ١٠ ٢

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ

৪৪. নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি,যাতে হেদায়েত এবং নূর রয়েছে।[২] অনুগত নবী, আল্লাহ্ওয়ালা আলেমগণ ও ফকীহগণ সে অনুযায়ী ইহুদিদের নির্দেশ দিতো, কারণ তাদেরকে (আল্লাহ্র এই)

টীকা:

১ ইহুদি শাসক ও ধর্মযাজকরা ঘুষ নিয়ে রায় পরিবর্তন করতো, হারামকে হালাল করতো এবং শরীয়তের আহকাম পরিবর্তন করতো- এজন্য তাদেরকে হারামখোর বলা হয়েছে। মনে রাখবেন, ঘুষ নেওয়া ও দেওয়া- উভয়েই হারাম আর গ্রহীতা এবং দাতা উভয়েই জাহান্নামী। অবশ্য জালেমের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য অথবা কারো কাছ থেকে নিজের হক আদায় করার জন্য ঘুষ দেওয়ার অনুমতি রয়েছে যদিও গ্রহীতার জন্য তখনো হারাম।

২ পূর্ববর্তী শরীয়তের এমন আহকাম যা কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে এবং রহিত করা হয়নি, তা আমাদের জন্যও প্রযোজ্য।

وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝۴۴

কিতাবের রক্ষক বানানো হয়েছিলো এবং তারা নিজেরাই তার সাক্ষী ছিলো। সুতরাং মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় করো আর আমার আয়াতগুলোর বিনিময়ে হীন মূল্য গ্রহণ করো না। আর যারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তবে তারাই কাফের।[১]

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ۭ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ۭ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝۴۵

৪৫. এবং আমি তাওরাতে তাদের জন্য আবশ্যক করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁতের (কিসাস নেওয়া হবে) এবং সকল আঘাতের কিসাস নেওয়া হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় (নিজেকে) কিসাসের জন্য পেশ করে, তবে তা তার জন্য কাফফারা হিসেবে গণ্য হবে আর যারা আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তবে তারাই জালেম।[২]

টীকা:

১ এই আয়াতে আলেমদের জন্যও একটি নির্দেশ রয়েছে- তারা যেন আল্লাহ পাকের কিতাবের হেফাযত করে, এর বিনিময়ে দুনিয়ার হীন সম্পদ গ্রহণ না করে , মানুষকে ভয় করার পরিবর্তে আল্লাহকে ভয় করে।

২ যদিও এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাওরাতে ইহুদিদের জন্য কিসাসের এই হুকুমগুলো লেখা ছিলো, কিন্তু যেহেতু আমাদেরকে তা বর্জন করার হুকুম দেওয়া হয়নি এজন্য আমাদের উপরও এই হুকুমগুলো আবশ্যক হবে। যেভাবে পূর্বের দুটি টীকায় বর্ণিত হয়েছে।

وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. আর আমি ওই নবীগণের পরে তাদের পদচিহ্নের অনুসারী ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করেছি, ওই তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে যা তার পূর্বে বিদ্যমান ছিলো এবং আমি তাকে ইঞ্জিল দান করেছি, যাতে হেদায়েত ও নূর রয়েছে। আর ওই (ইঞ্জিল) তার পূর্বে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারী, খোদাভীরুদের জন্য হেদায়েত ও উপদেশ ছিলো।

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۭ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. এবং ইঞ্জিলের অনুসারীদেরও সে অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া উচিৎ যা আল্লাহ্ তাতে অবতীর্ণ করেছেন। আর যারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তবে তারাই নাফরমান।[১]

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ

৪৮. আর হে হাবীব! আমি তোমার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর সংরক্ষক। সুতরাং ওই (আহলে কিতাবদের) মাঝে আল্লাহর নাযিলকৃত নির্দেশ অনুযায়ী ফয়সালা করো আর হে শ্রোতা! তোমার

টীকা:

১ এই আয়াতের একটি অর্থ হলো, ইঞ্জিলের অনুসারীদেরও ইঞ্জিল অনুযায়ী হুকুম করা উচিৎ যা আল্লাহ পাক ইঞ্জিলে অবতীর্ণ করেছেন। অর্থাৎ সায়্যিদুল আম্বিয়া صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র উপর ঈমান আনা ও হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র নবুওয়াতের সত্যায়ন করা, কেননা ইঞ্জিলে এই হুকুম দেওয়া হয়েছে। আরেক অর্থ হলো, যখন আমি (আল্লাহ) খ্রিস্টানদেরকে ইঞ্জিল দান করেছিলাম তখন তাদের এই হুকুম দিয়েছিলাম যে, তারা যেন সেই বিধানের উপর আমল করে যা ইঞ্জিলে উল্লেখ করা হয়েছে।

أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا
جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ
فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ
إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۙ﴿٤٨﴾

নিকট আগত সত্যকে ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। আমি তোমাদের সবার জন্য এক একটি শরীয়ত এবং পথ তৈরি করেছি[১] আর যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে একই উম্মতে পরিণত করতেন (কিন্তু তা করেননি) যাতে যে (শরীয়তসমূহ) তিনি তোমাদের দান করেছেন তাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন। সুতরাং সৎকর্মের দিকে অন্যদের তুলনায় অগ্রগামী হও। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্রই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[২] অতঃপর তিনি তোমাদের বলে দেবেন ওই বিষয় যা নিয়ে তোমরা তর্ক করতে।

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ
يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ

৪৯. আর (হে মুসলমানগণ!) ওই সব (লোকের) মাঝে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে আনুযায়ী ফয়সালা করো এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। আর তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো, যেন কখনো তারা কিছু বিধানে তোমাদের পদস্খলন

টীকা:

১ অর্থাৎ ফুরুয়ী (শাখা-প্রশাখাগত) আমল প্রত্যেকের জন্য খাস ও ভিন্ন ভিন্ন, যেমন - নামায ও রোযার সংখ্যা। অনুরূপ বিধানগুলোতেও ভিন্নতা রয়েছে কিন্তু দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে সবাই এক অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাতে বিশ্বাস- অনুরূপ মৌলিক বিষয়গুলোতে সবাই এক।

২ কুরআনের একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতি হচ্ছে, যে বিষয়ে মানুষের জন্য দুনিয়া আখিরাতের যথার্থ কোনো উপকার নেই, তা নিয়ে তর্ক - বিতর্ক করার পরিবর্তে মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক ও কল্যাণমূলক কাজে প্রতিযোগিতা করার আহ্বান করা। এখানেও সেই নীতির প্রতিফলন ঘটেছে এভাবে যে, এতে শরীয়তের মতভিন্নতার কারণ নিয়ে দার্শনিক আলোচনা ও চুলছেরা বিশ্লেষণের পরিবর্তে সৎকর্মের দিকে এগিয়ে আসার আহ্বান করা হয়েছে। এতে আমাদের সংশোধনের বহু বিষয় নিহিত রয়েছে।

ঘটাতে না পারে, যা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখো! আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কিছু গুনাহের শাস্তি দিতে চান আর নিশ্চয়ই বহু লোকই নাফরমান।[১]	اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿۴۹﴾
৫০. তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধান কামনা করে? আর দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্র চেয়ে উত্তম আর কার বিধান হতে পারে?	اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۵۰﴾ ع
৫১. হে ঈমানদারগণ! ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা (কেবল) একে অপরের বন্ধু এবং তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জালেমদের হেদায়েত দেন না।[২]	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۱﴾
৫২. কাজেই যাদের অন্তরে ব্যাধি[৩] রয়েছে তুমি তাদেরকে দেখবে তারা ইহুদি ও	فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

وقف لازم
وقف منزل عند البعض
وقف غفران

ع ٧

টীকা:

১ এখানে মুসলমান বিচারকদের বলা হয়েছে যে,আহলে কিতাবদের মাঝে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করো এবং এ বিষয়ে সতর্ক থাকো যে, এরা যেন তোমাদের কোনো কোনো ভুল করিয়ে না দেয়। যদি এই আহলে কিতাব কুরআন থেকে বিমুখ হয়, তাহলে বুঝে নিও যে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গুনাহের শাস্তি দিতে চান যা দুনিয়াতে হত্যা, গ্রেফতার অথবা নির্বাসনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। অন্যথায় সকল গুনাহের শাস্তি আখিরাতেই দেবেন।

২ এই আয়াতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে । এই হুকুম সার্বজনীন যদিও আয়াতটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে।

৩ এতে বোঝা গেলো, কাফেরদের জন্য ভালোবাসা ও মনের আকর্ষণ থাকা অন্তরের ব্যাধি অর্থাৎ কুফর, নিফাক অথবা ঈমানের দুর্বলতার আলামত।

يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ
تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ
بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا
عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

খ্রিস্টানদের দিকে দৌড়ে যায়। তারা বলে, আমাদের ভয় হয়, কোনো বিপদ আমাদের উপর এসে না পড়ে।[১] সুতরাং শীঘ্রই আল্লাহ্ বিজয় অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো বিশেষ নির্দেশ আনবেন। অতঃপর তারা এ নিয়ে অনুশোচনা করবে যা তারা তাদের অন্তরে গোপন রাখতো।[২]

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ
الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ
اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ
فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আর ঈমানদারগণ বলবে, এরা কি ওই সব লোক যারা আল্লাহ্র নামে পাকাপোক্ত শপথ করেছিলো 'তারা তোমাদের সাথেই আছে'? সুতরাং তাদের সকল আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে। অতঃপর তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ
مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ
بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى

৫৪. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে,[৩] তবে অতি শীঘ্রই আল্লাহ্ এমন সম্প্রদায়কে আনবেন, যাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন এবং তারা আল্লাহ্কে ভালবাসে, তারা মুসলমানদের

টীকা:

১ মুনাফিকরা পার্থিব বিপদের ভয়ে ইহুদিদের সাথে মেলামেশা ও সম্পর্ক রাখতো অথচ তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা দ্বীনের জন্য খুবই ক্ষতিকারক ছিলো। এতে বোঝা গেলো, পার্থিব ক্ষতির ভয়ে নিজেদের দ্বীনকে ক্ষতিতে নিক্ষেপ করা মুনাফিকদের নীতি।

২ এই আয়াতে যে খবর দেওয়া হয়েছিলো তা সত্য প্রমাণিত হয়। আল্লাহ পাকের দয়ায় মক্কা মুকাররমা ও ইহুদিদের এলাকা বিজিত হয়। অন্যদিকে মুনাফিকরা উভয়পক্ষ থেকে লাঞ্ছিত হয়, তারা মুসলমান এবং ইহুদি- কারো সম্মান পায়নি ।

৩ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা,আন্তরিক টান যেহেতু অনেক সময় ধর্মহীনতা এবং ইসলামচ্যুত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এজন্য এখানে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার নিষেধাজ্ঞার পর মুরতাদের আলোচনা করো হয়েছে। তাছাড়া মুরতাদ হওয়ার আগেই মানুষের মুরতাদ হওয়ার খবর দেওয়া হয়েছে । এ খবর পরে সত্য প্রমাণিত হয় এবং অনেক লোক মুরতাদ হয়ে যায়।

الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾

প্রতি কোমল এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর, তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে এবং নিন্দুকের নিন্দার ভয় করে না। এই (ভালো গুণ) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান, দান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫.তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং সেই ঈমানদাররা যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্‌র দরবারে অবনত হয়।[১]

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾ ع

৫৬.এবং যারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মুসলমানদেরকে নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তবে (তবে তাদের জেনে রাখা উচিৎ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে- তাদেরকে এবং কাফেরদেরকে তোমাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যদি তোমরা ঈমানদার হও।

ع ٢

টীকা:

১ যাদের অর্থাৎ কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব হারাম- তাদের আলাচনা করার পর এখন তাদের বিষয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে যাদের সাথে বন্ধুত্ব করা আবশ্যক। **বি:দ্রঃ** এই আয়াতে বর্ণিত হুকুম সকল মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য, তাই সবাই একে অপরের বন্ধু ও ভালোবাসা পোষণকারী হোন।

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. এবং যখন তোমরা নামাযের জন্য ডাক দাও তখন তারা এ বিষয়কে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করে। এর কারণ হচ্ছে তারা একেবারে নির্বোধ ।[১]

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. তুমি বলে দাও! হে আহলে কিতাব! তোমাদের কাছে আমাদের এ কাজই মন্দ লেগেছে ''আমরা আল্লাহ্‌র উপর, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর এবং যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছি''। আর নিশ্চয়ই তোমাদের অধিকাংশ লোকই ফাসিক।

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا

৬০. হে মাহবুব! তুমি বলে দাও, আমি কি তোমাদেরকে ওই সব লোকের কথা বলবো- যারা আল্লাহ্‌র কাছে এর চেয়েও নিকৃষ্ট পর্যায়ের? এরা ওই সব লোক, যাদের উপর আল্লাহ্ লানত করেছেন এবং তাদের উপর তিনি গযব করেছেন। আর তাদের মধ্যে অনেককে বানর ও শুকরে পরিণত করেছেন। আর যারা শয়তানের ইবাদত করেছে, এরাই নিকৃষ্টতম

টীকা:

১ আফসোস! যে কাজ ইহুদি ও মুনাফিকরা করতো সে কাজ বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে দেখা যাচ্ছে। নামায, রোযা, হজ,যাকাত,ফেরেশতা, জান্নাত, হুর, জাহান্নাম ও তার শাস্তি, কুরআনের আয়াত, হাদিস শরীফ, ধর্মীয় গ্রন্থ, ধর্মীয় নিদর্শনাদি, পাগড়ি, দাড়ি, মসজিদ, মাদরাসা, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় পোশাক, ধর্মীয় কথা, পবিত্র কালেমা- মোটকথা এমন কোনো ধর্মীয় বিষয় নেই যা বর্তমানে -সিনেমা, নাটক- বিশেষত হাসির নাটক, সাধারণ কথাবার্তা, বন্ধুদের আড্ডা, পার্থিব বক্তৃতা, হাসি ঠাট্টার বৈঠক ও ঘরোয়া গাল-গল্পে এসব নিয়ে ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ করা হচ্ছে না। অথচ ধর্মীয় নিদর্শন নিয়ে ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ করা কুফরী। আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েত ও বোধশক্তি দান করুক ।

وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٦٠﴾	পর্যায়ের লোক এবং সরল পথ থেকে সর্বাধিক বিচ্যুত।[১]
وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ﴿٦١﴾	৬১. আর যখন তারা তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, আমরা মুসলমান। অথচ তারা আসার সময়ও কাফের ছিলো এবং যাওয়ার সময়ও কাফের। আর আল্লাহ্ যথার্থই জানেন যা তারা গোপন করছে।[২]
وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٢﴾	৬২.আর তুমি তাদের মধ্যে থেকে অনেককে দেখবে গুনাহ, সীমালঙ্ঘন এবং হারাম ভক্ষণের কাজে দৌড়ে যায়। নিশ্চয়ই তারা খুব্ই মন্দ কাজ করে।[৩]
لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ	৬৩. তাদের দরবেশ ও আলেমগণ তাদেরকে গুনাহের কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ

টীকা:

১ ইহুদিরা মুসলমানদের বললো, তোমাদের দ্বীন অপেক্ষা খারাপ দ্বীন আমরা দেখিনি। এজন্য বলা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে তোমরা শুধু নিজেদের বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণেই খারাপ বলো অথচ বাস্তবিকপক্ষে খারাপ লোক হচ্ছো তোমরাই। একটু নিজের অবস্থা দেখে নিজেই বিচার করো, তোমরা আল্লাহর প্রিয় নাকি প্রত্যাখ্যাত? অতীতে তোমাদের চেহারা বিকৃত হয়েছে, তোমাদেরকে শুকর, বানর বানানো হয়েছে , তোমরা গোবৎসের পূজা করেছো, তোমাদের উপর আল্লাহর লানত হয়েছে,আল্লাহর গযবের শিকার হয়েছো- কাজেই তোমরাই প্রকৃত দুর্ভাগা ও তোমরাই নিম্নতম স্তরে অর্থাৎ জাহান্নামে যাবে।

২ মুনাফিকরা মন্দ ধারণা নিয়ে আসতো, তাই যেভাবে আসতো সেভাবেই চলে যেতো আর সাহাবাগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡভক্তি ও ভালোবাসা নিয়ে আসতেন আর ফয়েযের সমুদ্র সাথে নিয়ে যেতেন। এতে বোঝা গেলো, যে মন্দ ধারণা নিয়ে কারো কাছে যায়, সে ফয়েয পেতে পারে না।

৩ এখানে গুনাহ বলতে বোঝানো হয়েছে- তাওরাতের যেসব আয়াতে হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ'র শান ও মর্যাদার বর্ণনা ছিলো- তা গোপন করা। সীমালঙ্ঘন দ্বারা উদ্দেশ্য তাওরাতের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করা। হারাম ভক্ষণ দ্বারা উদ্দেশ্য ঘুষ যা গ্রহণের মাধ্যমে ইহুদি আলেম কর্তৃক তাওরাতের বিধান পরিবর্তন করা।

عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ
لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿٦٣﴾

করতে কেন নিষেধ করে না? নিঃসন্দেহে তারা খুবই মন্দ কাজ করছে।[১]

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ
غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ
بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ
يَشَآءُ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ
اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ
كُفْرًا ؕ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ
الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ كُلَّمَآ
اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ
وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ وَاللّٰهُ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. আর ইহুদিরা বললো, আল্লাহ্‌র হাত বাঁধা। তাদের হাত বাঁধা হোক এবং এ কথা বলার কারণে তাদের উপর লানত। বরং আল্লাহর হাত প্রশস্ত, তিনি যেমন ইচ্ছা ব্যয় করেন।[২] আর হে হাবীব! যা তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা তাদের অনেকের মাঝে অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধি করবে।[৩] আর আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঢেলে দিয়েছি, যখন তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে, তখন আল্লাহ্ তা নিভিয়ে দেন। আর তারা পৃথিবীতে ফাসাদ প্রসারের চেষ্টা করে এবং আল্লাহ ফাসাদ প্রসারকারীদের পছন্দ করেন না।

وقف لازم

টীকা:

১ এখানে ইহুদি দরবেশ এবং আলেমদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তারা কেন স্বীয় সম্প্রদায়কে গুনাহের কথা বলা ও হারাম ভক্ষণ করা থেকে বারণ করেনি। এতে বোঝা গেলো, গুনাহের কাজ দেখার পর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিষেধ না করার কারণে আলেমে দ্বীনকে পাকড়াও করা হবে । কেননা এমন আলেম গুনাহ সম্পাদনকারীর মতই। নিজেকে সামলে রাখা এবং অপরকে সামলে রাখা- একজন আলেমের কর্তব্য ।

২ আল্লাহর হাত প্রশস্ত- এর অর্থ হলো সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহ, যিনি বন্ধুদেরও দান করেন আর শত্রুদেরও বঞ্চিত করেন না। অন্যথায় আল্লাহ পাক শরীরগত হাত ও হাত প্রশস্ত হওয়া থেকে পবিত্র।

৩ এতে বোঝা গেলো, যার অন্তরে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র সম্মান নেই, তার জন্য কুরআন ও হাদিস কুফরী বৃদ্ধির কারণ; যেমন আজকাল অনেক বেদ্বীনদের দেখা যায়। স্মরণ রাখবেন, দ্বীনের মর্যাদা দ্বীনের প্রবর্তক হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র মর্যাদার কারণেই।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾

৬৫. আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনতো এবং খোদাভীরুতা অর্জন করতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের গুনাহ মুছে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে নিয়ামতের বাগানসমূহে প্রবেশ করাতাম।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾ ع

৬৬. আর যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জিল এবং যা কিছু তাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে- তা কায়েম করতো, তবে তারা তাদের উপর হতে এবং পায়ের নিচ হতে রিযিকপ্রাপ্ত হতো। তাদের মধ্যে এক দল রয়েছে মধ্যমপন্থী এবং তাদের অধিকাংশই অত্যন্ত মন্দ কাজ করছে।

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. হে রাসূল! যা কিছু তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার করো। আর যদি তুমি তা না করো তবে তুমি তার কোনো সংবাদই পৌঁছালে না।[১] আর আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ কাফেরদের হেদায়েত দেন না।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ

৬৮. তুমি বলে দাও, হে আহলে কিতাব! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জিল

ع ١ ٩

টীকা:

১ হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোনো শরয়ী হুকুম গোপন করেননি বরং প্রত্যেকটি হুকুমের পরিপূর্ণভাবে প্রচার করেছেন। সুতরাং হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র সাথে শরয়ী হুকুম গোপন করার বিষয় কখনো সম্পৃক্ত করা যাবে না।

حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾

এবং যা কিছু তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তা কায়েম না করো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কোনো ভিত্তির উপর নও।[১] আর হে হাবীব! যা তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তা তাদের অনেকের মাঝে অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধি করবে। সুতরাং তুমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কোনো দুঃখ করো না।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. নিশ্চয়ই যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে এবং ইহুদি, নক্ষত্র-পূজারী এবং খ্রিস্টান- (তাদের মধ্য হতে) যারা (সত্য অন্তরে) আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তবে তাদের না কোনো ভয় থাকবে আরা না তারা চিন্তিত হবে।

لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ ۙ

৭০. নিশ্চয়ই আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি এবং তাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করেছি। (সুতরাং) যখনই কোনো রাসূল তাদের নিকট এমন কোনো বাণী নিয়ে এসেছে, যা তাদের প্রবৃত্তির কাছে পছন্দনীয় ছিলো না, তখন তারা (নবীগণের)

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো, আল্লাহর নির্দেশের উপর আমল না করলে মানুষ কিছুই না। না আছে তার কোনো সম্মান আর না আছে তার কোনো বাস্তবতা, যতই সে আলিম, মানী, খান্দানি অথবা নবীগণের আওলাদ হোক না কেন।

فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ﴿٧٠﴾

এক দলকে অস্বীকার করলো এবং আরেক দলকে শহীদ করলো।[১]

وَحَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১. আর তারা মনে করেছে যে, তাদের কোনো শাস্তি হবে না। ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করলেন। পুনরায় তাদের মধ্যে অনেকে অন্ধ ও বধির হয়ে গেলো এবং আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপ দেখছেন।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

৭২. নিঃসন্দেহে তারা কাফের হয়ে গেছে, যারা বলেছে মসীহ্ ইবনে মারইয়াম[২] হচ্ছেন আল্লাহ। অথচ মসীহ্ বলেছিলো, হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহ্র ইবাদত করো- যিনি আমারও রব এবং তোমাদেরও রব। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র সাথে শরীক সাব্যস্ত করে, তবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। আর জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ

৭৩. নিঃসন্দেহে তারা কাফের হয়ে গেছে, যারা বলেছে, আল্লাহ্ তিন (মাবুদগণের)

টীকা:

১ আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে ইহুদি ও খ্রিষ্টান সবাই সমান কিন্তু তাদেরকে হত্যা করা বিশেষত ইহুদিদের কাজ। তারা অনেক আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে শহীদ করেছে যার মধ্যে হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া عَلَيْهِمَا السَّلَام অন্যতম।

২ খ্রিষ্টানদের অনেক সম্প্রদায় রয়েছে। তাদের মধ্যে ইয়াকুবিয়া আর মালকানিয়ারা বলতো যে, মারইয়াম ইলাহ অর্থাৎ মাবুদকে জন্ম দিয়েছেন। আরো বলতো, ইলাহ অর্থাৎ মাবুদ ঈসার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন, তার সাথে এক দেহে বিলীন হয়ে গেছেন, কাজেই ঈসা ইলাহ (মাবুদ) হয়ে গেছেন معاذ الله। খ্রিষ্টানরা আল্লাহর সাথে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام'রও অবমাননা করেছে। কেননা তিনি নিজেকে আল্লাহর বান্দা বলতেন আর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাকেই রব বলতে লাগলো।

وقف لازم

ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

মধ্যে তৃতীয়জন। অথচ ইবাদতের যোগ্য একজন মাবুদই আর তারা যা বলছে তা থেকে যদি বিরত না হয় তাহলে তাদের মধ্যে যারা কাফের থাকবে তাদের উপর অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পৌঁছাবে।[১]

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٤﴾

৭৪. তবে কেন এরা আল্লাহ্‌র দরবারে তাওবা করছে না এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে না? অথচ আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. মসীহ্ ইবনে মারইয়াম একজন রাসূল। তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং তার মাতা অত্যধিক সত্যবাদী। তারা উভয়ে খাবার খেতো। দেখো, আমি তাদের জন্য কেমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি বর্ণনা করি।[২] তারপর দেখো! তারা কীভাবে ফিরে যায়?

টীকা:

১ খ্রিষ্টানদের মারকুসিয়া ও নাসতুরিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হচ্ছে যে, ইলাহ হলো তিনজন- পিতা, পুত্র, এবং পবিত্র আত্মা। তারা মহান আল্লাহকে পিতা, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে তার পুত্র আর হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে পবিত্র আত্মা দাবি করে (معاذالله)। এখানে তাদের এ দাবি খণ্ডন করা হয়েছে যে- আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তার কোনো দ্বিতীয় বা তৃতীয় নেই। তিনি একত্বের গুণে গুণান্বিত,তার কোনো শরীক নেই, পিতা - পুত্র - স্ত্রী - সকল কিছু হতে পবিত্র। যদি এই কাফেররা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী হয় ও একত্ববাদকে গ্রহণ না করে, তবে আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাবে।

২ এখানে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র আল্লাহ না হওয়ার প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি একজন রাসূল, সুতরাং তাকে আল্লাহ মান্য করা ভুল, বাতিল এবং কুফরী। অনুরূপভাবে তার পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়েছেন যাদের কাছে মুজিযা ছিলো। কাজেই যখন অন্যান্য নবীগণকে মুজিযার ভিত্তিতে আল্লাহ হিসেবে মান্য করো না, তাহলে তাঁকেও আল্লাহ হিসেবে মান্য করো না। অনুরূপভাবে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এবং তার মাতা খাবার খেতেন। অথচ যিনি মাবুদ তিনি খাবার খাওয়া থেকে পবিত্র, কেননা মাবুদ খাবারের মুখাপেক্ষী হতে পারে না। কাজেই যে খাবার খায়, যার শরীর আছে এবং সেই শরীরে পরিবর্তন ঘটে, খাবার তার শরীরের অংশে পরিণত হয়- সে কীভাবে মাবুদ হতে পারে।

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٦﴾

৭৬. তুমি বলো! তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত করছো যা তোমাদের না ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা রাখে আর না উপকারের? অথচ আল্লাহ্ই সবকিছু শোনেন ও জানেন।[১]

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٧٧﴾ ع

৭৭. তুমি বলো! হে আহলে কিতাব! তোমাদের ধর্মে অন্যায়মূলক বাড়াবাড়ি করো না আর না এমন লোকদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো, যারা নিজেরাই পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে আর তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

ع ١٤

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদের উপর দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখ দিয়ে লানত করা হয়েছে। কারণ তারা অবাধ্যতা করছিলো এবং তারা সীমালঙ্ঘন করতে শুরু করেছিলো।

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯.তারা পরস্পরকে কোনো মন্দ কাজে নিষেধ করতো না, যা তারা করতো। নিশ্চয়ই তারা খুব মন্দ কাজ করতো।

টীকা:

১ এই আয়াতে শিরককে প্রত্যাখ্যান করে আরো একটি প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম হলো, ইবাদতের যোগ্য সেই হতে পারে যে লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে সত্ত্বাগত ক্ষমতার অধিকারী হয়। যে এমন নয়, সে ইবাদতের যোগ্য হতে পারে না। অন্যদিকে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام সত্ত্বাগতভাবে লাভ-ক্ষতির ক্ষমতাবান ছিলেন না বরং আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতায় লাভ-ক্ষতি করার অধিকারী হয়েছেন, তাই তার জন্য মাবুদ হওয়ার দাবি করা অমূলক।

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. তুমি তাদের মধ্যে অনেক লোকদেরকে দেখবে যারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করছে। কতই নিকৃষ্ট বস্তু তাদের প্রাণ তাদের জন্য আগে পাঠিয়েছে। আল্লাহ্ তাদের উপর গযব করেছেন[১] এবং তারা চিরকাল আযাবের মধ্যেই থাকবে।

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১ আর তারা যদি আল্লাহ্ ও নবীর উপর এবং যা নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ঈমান আনতো, তবে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই ফাসিক রয়েছে।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. নিশ্চয়ই তুমি মুসলমানদের সাথে শত্রুতায় সবচেয়ে কঠোর পাবে ইহুদি ও মুশরিকদেরকে।[২] আর নিশ্চয়ই তুমি মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে সবচেয়ে নিকটতম তাদেরকেই পাবে যারা বলতো, 'আমরা খ্রিস্টান'। তা এজন্য যে, তাদের মধ্যে আলেম ও ইবাদতকারীগণ বিদ্যমান আছে আর তারা অহংকার করে না।[৩]

টীকা:

১ বোঝা গেলো, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা হারাম। এই আয়াত ওই সকল মুসলমানদের জন্য শিক্ষণীয়, যারা কাফেরদের স্পষ্ট শত্রুতা দেখার পরেও শুধু ব্যক্তিগত লাভের জন্য তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাদের কথায় সম্মতি দেয় এবং তাদের অসন্তুষ্টিকে ভয় করে।

২ এই আয়াতের সারমর্মের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, ইহুদিদের আসল উদ্দেশ্য ছিলো রাজত্ব ও পদ-পদবী অর্জন করা। এই জন্য তাদের যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়, যে মাধ্যম গ্রহণ করতে হয়, তারা তা করেছে। তদ্রুপ বর্তমানে মুসলমানদের মাঝেও তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারা নিজের ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য কাফেরদের সামনে মাথা নত করে ও নতজানু হতে থাকে।

৩ এই আয়াতে ওই খ্রিষ্টানদের প্রশংসা করা হয়েছে যারা হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র যুগে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো আর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র নবুওয়াতের খবর শুনে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলো।